আবিস্কার গাইড ১৫

সহভাগিতার মাধ্যমে বৃদ্ধির রহস্য

মি: কোমারের বাসভবনে ল্যারি চা বিস্কুটের মজা নিতে নিতে কথা বলছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বাইবেলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন অন্যান্যরা। তিনি অপ্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মি: কোমার তাকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে শোনাতে আবেদন করলেন। ল্যারি থতমত খেলেন।

তিনি ভেবেছিলেন একটু মজা মস্করা করে তিনি চলে যাবেন।

জাপানের ইংরাজি ভাষার খ্রীষ্টীয় শিক্ষালয়ে ল্যারি জীবনে অনেক বাইবেল ক্লাস নিয়েছেন, কিন্তু সেগুলি সবই ছিল পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক। তাই তাকে কোন দিন এমন বিব্রত বোধ করতে হয়নি। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে স্বত:স্ফূর্তভাবে কথা বলার অভিজ্ঞতাটা একটু অন্য রকমের।

ল্যারি শৈশব থেকেই অনেক বাইবেলের গল্প শুনেছেন এবং অনেক স্থলে তার ব্যবহার করলেও, ব্যক্তি জীবনে তিনি শাস্ত্রীয় নিয়ম-নীতির কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ করেননি।

যে ঈশ্বরকে তিনি নিজেই জানেন না তাঁর সম্পর্কে বন্ধুদের কাছে কি বলবেন তা তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না। ভীতি এবং সংশয়ের মধ্যে তার মনে হঠাৎ ঝলসে উঠল একটি পদ, যার অর্থ পবিত্র আত্মা সাক্ষ্য দানের সময় আমাদের মুখে কথা যুগিয়ে দেন (লূক ১২:১২)।

তিনি বলিষ্ঠ প্রার্থণার সঙ্গে শুরু করলেন অমিতব্যয়ী পুত্রের কাহিনী, হারানো ছেলের গল্প।

ঈশ্বরকে ছেড়ে যারা দূরে পলায়ন করেন, তাদের পর্যন্ত ঈশ্বর কত ভালবাসেন বর্ণনা করতে গিয়ে তার হৃদয় বিগলিত হল। তিনি গভীরে ডুবে গেলেন। এই প্রথমবার ল্যারি ঈশ্বরের প্রেম হৃদয়ে অনুভব করলেন। ঐ রাত্রেই ল্যারি বিছানার পাশে জানু পেতে নিজের জীবনকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। ঈশ্বরের বাক্য সহভাগিতা করার মাধ্যমে খ্যাতির চেয়ে উন্নতি লাভই হয় বেশি। এই বাস্তব ঘটনাই ল্যারিকে আপ্লুত করে।

১। যীশু সহভাগিতার মাধ্যমে আমাদের বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

শিষ্যগণ সাড়ে তিন বছর খ্রীষ্টের বাণী এবং কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছেন, অবশেষে তারা সাক্ষী হয়েছেন তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের। স্বর্গে ফিরে যাওয়ার প্রাক মুহূর্তে যীশু তাঁর শিষ্যদের আপনার প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেছে ঃ

''পবিত্র আত্মা তোমাদের মধ্যে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা ..... পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে ।'' -- প্রেরিত ১:৮

পাশ্চাশত্তমীর দিন খ্রীষ্টের অনুগামীরা প্রভুর চরণে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উৎসর্গ করলে, পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট তাদের জীবনকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পরিবর্তিত করেন। শিষ্যদের মতো আমরাও যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য হতে পারি, কারণ আমাদের জীবনে আমরা তাঁর নূতনীকরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

''কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি, অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন -- অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ --- এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন। ..... উদ্দেশ্য এই, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার মধুর ভাব দ্বারা যেন তিনি আপনার অনপম অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ করেন।'' -- ইফি ২:৪-৭

আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবিত হয়েছি বলে আমরা তাঁর অতুলনীয় অনুগ্রহ ধন প্রকাশ করতে সক্ষম। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন জগতে এই সুসমাচারকে প্রচার করার, আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই কার্যে তিনি আমাদের সহবর্তী থাকবেন (মথি ২৮:১৯-২০) ।

এ.খ.জ. ছভদবতক্ষধড় ভয়েস অফ প্রফেসি রেডিও পরিষেবার প্রতিষ্ঠাতা, একদা উল্লেখ করেছিলেন ঃ ''যারা যীশুর সুসমাচার শুনে মন পরিবর্তন করেছে তাদের আমি স্বচক্ষে দাখেছি। মানুষকে কলুষতামুক্ত হয়ে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারে বিশুদ্ধ হতে দেখেছি। রুগ্নকে দেখেছি স্বাস্থ্যবান হতে, মন্দ আত্মার ভয়ে আতঙ্কিতদের দেখেছি সুখী খ্রীষ্টীয় জীবন লাভ করতে। আমি নারীদের মধ্যে বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। পৌত্তলিক অন্ধকারময় জগৎ থেকে যথার্থ খ্রীষ্টীয় পরিবারকে আমি বেরিয়ে আসতে দেখেছি। আমি জানি, খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি (রোমীয় ১:১৬)। ''

২। নিজেদের জীবনধারার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সহভাগিতা করতে পারি।

কদর্য পরিবেরে বেড়ে ওঠা জনৈক সন্তানের মুখে শুনেছি, তার পিতামাতার দৃষ্টান্ত থেকে তার মনে ঈশ্বর সম্পর্কে এক বিকৃত ধারণা জন্ম নেয়। প্রকৃত ভালবাসা সে জীবনে খুঁজে পায় নি। আমাদের পারিপার্শ্বিক মানুষজন চায়, আমরা যেন ঈশ্বরের প্রকৃত চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরি। তারা চায় ঈশ্বরের গুণবত্তা সম্পন্ন কেউ তাদের পাশে থাক। আমাদের জীবনধারাই সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ সাক্ষ্য। পিতার আবেদন ঃ

''আর পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রাখ; তাহা হইলে তাহারা যে বিষয়ে দুষ্কর্মকারী ..... তোমাদের সৎকর্ম দেখিলে ঈশ্বরের গৌরব করিবে .... খ্রীষ্ট এ বিষয়ে তোমাদের জন্য এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর।'' -- ১ পিতর ২:১২, ২১

খ্রীষ্ট আমাদের জন্য কলেভেরীতে দুঃখভোগ করার পর আমরা আমাদের পাশে আত্মত্যাগী প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে তাঁকে পেয়েছি। সেই প্রেম প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের অন্তরে এমন ভালবাসা উৎপাদন করে, যার আকর্ষণে অবিশ্বাসিগণ খ্রীষ্টের বাহুমূলে আবদ্ধ হয়।

৩। আমাদের চিন্তাধারার মাধ্যমে খ্রীষ্টের সহভাগিতা

যখন শয়তান প্রান্তরে যীশুকে ক্ষুধা, অহংকার ও ধৃষ্টতার ফাঁদে ফেলতে ওত পেতে বসেছিল, যীশু সফলভাবে শয়তানকে শাস্ত্রবাক্যের মাধ্যমে প্রতিহত করেন (মথি ৪:৪, ৭, ১০)। বাইবেল সত্যে যীশু পরিপূর্ণ ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে।

''কেননা সে অন্তরে যেমন ভাবে, নিজেও তেমনি।'' -- হিতো ২৩:৭

বর্দ্ধনশীল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর চিন্তাধারা স্বর্গীয়, তারা সদগুণ অর্জনে মনোনিবেশ করে।

''তোমরা প্রভুতে সর্বদা আনন্দ কর। ..... কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনিতি দ্বারা ধনাবাদ সহকারে তোমাদের যাচঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর। তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে। অবশেষে হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদগুণ ও যে কোন কীর্তি হইক, সেই সকল আলোচনা কর। ..... তাহাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।'' -- ফিলি ৪:৪-৯

৪। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে খ্রীষ্টের সহভাগিতা

খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হিসাবে, খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণের দৃষ্টিভঙ্গি হবে বিনম্র, কোন কিছুতেই তারা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করবে না।

‘‘যেন কেহ কেহ যদিও বাক্যের অবাধ্য হয়, তথাপি যখন তাহারা তোমাদের সভয় বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিতে পায় । ..... আর কেশবিন্যাস ও স্বর্ণাভরণ কিম্বা বস্ত্র পরিধানরূপ বাহ্য ভূষণ, তাহা নয়, কিন্তু হৃদয়ের গুপ্ত মনুষ্য, মৃদু ও প্রশান্ত আত্মার অক্ষয় শোভা, তাহাদের বাহ্য ভূষণ হউক; তাহাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য।’’ -- ১ পিতর ৩: ১-৫

পোশাক এবং আভরণে সারল্য প্রদর্শনে খ্রীষ্টর স্বারূপ্য প্রকাশ পায়। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে আমাদের মন্তব্যের মাধ্যমে নয়, বরং আমাদের জীবনে খ্রীষ্টের স্বরূপ প্রকাশের মাধ্যমে মানুষ আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৫। আচরণের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সহভাগিতা করি

ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন বর্ণনা দিয়েছেন যে, গ্যালেরিয়াস যখন পারসিকদের শিবিরে লুঠতরাজ করেন তখন সহসা লুণ্ঠকারী এক সেনার হাতে মণিমুক্তাপূর্ণ একটি চামড়ার থলি এসে পড়ে। ব্যাগটি সৈনিকের খুব ভালো লাগে এবং মণিগুলি ফেলে দিয়ে সে ব্যাগটিকে সযত্নে রক্ষা করে।

জাগতিক আনন্দের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ বহুমূল্য রত্ন যীশুকে পরিত্যাগ করে। এটা ভাগ্য বিড়ম্বনা নয়, কিন্তু অনন্ত পরিত্রাণের বিষয়। সুতরাং শাস্ত্র সতর্কবাণী উদ্ধৃত করে ঃ

‘‘তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতীস্থ বিষয় সকলও প্রেম করিও না। কেহ যদি জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই। কেননা জগতে যা কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ ও জীবিকার দর্প, এ সকল পিতা হইতে নয়। কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে। আর জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।’’ -- যোহন ২: ১৫-১৭

জঘন্যতম পাপ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে শয়তান সুবর্ণমোড়কে ঢেকে রাখে। মাদক দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে সুস্থ-সবল, হাসি-খুশি মানুষদের দেখানো হয়, কিন্তু মদের দোকান থেকে কাউকে তো অটল ও সুস্থ অবস্থায় বের হতে দেখা যায় না। সঙ্গ সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে (২ করি ৬:১৪)। ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক থেকেই বিশ্বাসের সহভাগিতা করা সম্ভবপর হয়। যীশুর ক্ষমতায় আমাদের সঙ্গী সাথীরা আমাদের পুরাতন জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। বিনোদন সহ যা কিছু আমাদের শরীরে প্রয়োগ করা হয়, আমাদের আত্মিক জীবনে তার প্রভাব পড়ে। আমাদের মনে কি প্রবেশ করছে সে বিষয়ে জাগ্রত থাকতে হবে।

''আমি কোন জঘন্য পদার্থ চক্ষের সম্মুখে রাখিব না।'' -- গীত ১০১:৩

আমাদের আত্মা উৎকৃষ্ট বস্তুতে পূর্ণ থাকলে মন্দতা কখনই আমাদের টেনে নামাতে পারবে না।

''তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, তোমার দক্ষিণ হস্তে নিত্য সুখভোগ।'' -- গীত ৬:১১

৬। দানের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সহভাগিতা করি

তোমরা পৃথিবীতে আমাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না ; এখানে ত কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে এবং এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর।

..... কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনও থাকিবে।'' -- মথি ৬:১৯-২১

দানের সময় স্মরণ রাখবেন ঃ ''পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই ; জগৎ ও তন্নিবাসিগণ তাঁহার'' (গীত ২৪:১) । আমরা তাঁর সম্পদ, তিনি রক্তমূল্যে আমাদের উদ্ধার করেছেন (১ করি ৬:৯-২১) । এবং আমাদের ঐশ্বর্য্যলাভের ক্ষমতা দিয়েছেন (দ্বিবি ৮:১৮) ।

আমাদের ক্রুশারোপিত ত্রাণকর্তা অন্যদের সঙ্গে সুসমাচারে সহভাগিতা করতে কিভাবে আহ্বান করেন ?

''মনুষ্য কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে ? তোমরা ত আমাকে ঠকাইয়া থাক। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি ? দশমাংশে ও উপহারে । ..... তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে ; আর তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা কর, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি না ।'' -- মালাখি ৩:৮-১০

দশমাংশ মানে আমাদের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ (দ্বিবি ১৪:২২, আদি ২৮:২২) । কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে খরচ খরচা বাদ দিয়ে লভ্যাংশের দশভাগের এক ভাগ। চাকুরীজীবীর সমস্ত বেতনের এক-দশমাংশ। দশমাংশ দান একটি নৈতিক বিধি, এর মাধ্যমে চরিত্রের প্রকাশ পাওয়া যায়। ঈশ্বর দশমাংশের অধিকারী, এই অর্থ সম্পদ থেকেই খ্রীষ্টীয় পরিচর্যা সাধিত হয় (১ করি ৯:১৪), তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পথ সুগম করতে এবং প্রভুর জাগতিক কর্ম সম্পূরণার্থে আমাদের নিয়মিত দশমাংশ প্রদান করা কর্তব্য (মথি ২৪:১৪)।

যীশু যখন আমাদের মধ্যে বসবাস করতেন, তিনি নতুন নিয়মে দশমাংশ প্রদানকে অনুমোদন করেছেন (মথি ২৩:২৩)। দান যে যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আমরা যেন প্রাণ খুলে দান করতে পারি (২ করি ৯:৫-৭)। ঈশ্বরকে আমাদের নিজেদের থেকে কিছু দেওয়ার সামর্থ্য নাই।

‘‘দেও । তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদেরও নিমিত্তে পরিমাণ করা যাইবে ’’
-- লূক ৬:৩৮

খ্রীষ্ট আমাদের সর্বস্ব দান করেন। আসুন, আমরা এখনই আমাদের হৃদয় সমপূর্ণরূপে তাঁকে সমর্পণ করি। আমাদের জীবনযাত্রা, দৃষ্টিভঙ্গী, কার্যকলাপ ও দানকার্যের মাধ্যমে আমাদের খ্রীষ্টের সহভাগিতা করতে হবে। কেন আজই অন্যের সঙ্গ খ্রীষ্টের সহভাগিতা করতে তাঁর অনুপম অনুগ্রহের অধিকারী হচ্ছেন না ?

আবিষ্কার উত্তরপত্র ১৫

সহভাগিতার মাধ্যমে বৃদ্ধির রহস্য

আবিষ্কার গাইড ১৫ পাঠ করে এই উত্তরোরটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করুন ।

সঠিক মন্তব্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। খ্রীষ্টে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সহভাগিতা
____ সমস্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে বৃদ্ধির শক্তি দেয়।
____ কতিপয় নির্বাচিত খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জন্য সীমাবদ্ধ।

২। খ্রীষ্টের সহভাগিতার সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ উপায় হল
____ তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া।
____ আমাদের জীবনধারার মাধ্যম।

৩। আমাদের পরীক্ষা-প্রলোভনের মোকাবিলা করতে
____ আমাদের মনকে শাস্ত্রবাক্যে পরিপূর্ণ রাখতে হবে।
____ মনস্তাত্ত্বিক সূত্রে আমাদের মনকে ভরপুর রাখতে হবে।

৪। খ্রীষ্টবিশ্বাসী খ্রীষ্টের সহভাগিতা করতে পারেন
____ খ্রীষ্টানদের জন্য প্রস্তুত চিত্রবিচিত্র পোশাক পরিধানের মাধ্যমে।
____ সাধারণ বিনিত পোশাকের মাধ্যমে।

৫। আমরা যা করি ও দেখি
____ তার প্রভাব আমাদের আত্মিক জীবনে পড়ে।
____ খ্রীষ্টানদের উপরে তার কোন প্রভাবই পড়ে না।

৬। খ্রীষ্টের জাগতিক কার্য সুসম্পন্ন করার জন্য আমরা দশমাংশ এবং বিবিধ দান করি,
____ কারণ পৃথিবী এবং জগতীস্থ সব কিছুই ঈশ্বরের।
____ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের ঐশ্বর্য্যলাভের ক্ষমতা দিয়েছেন।
____ ঈশ্বর আমাদের দশমাংশ ও অন্যবিধ দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
____ যীশু দশমাংশ প্রদান অনুমোদন করেছেন।

___ যীশুর আগমন ত্বরান্বিত করতে সুসমাচারের প্রচারকদের সাহায্যের জন্য ঈশ্বর দশমাংশ
___ প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন।
___ সুসমাচার প্রসারের জন্যও দশমাংশ ব্যবহার করা হয়।

মূল প্রশ্ন ঃ আপনি কি আপনার চিন্তা ভাবনা, কার্যকলাপ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে সুসমাচার সম্প্রচারের বাসনা করেন ? ---------